প্রথম আলো

তারিখ ... 3 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক নিয়োগে যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলন করে নিয়োগ না পাওয়া একজন নারী প্রার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এ অভিযোগ করেন। একই সঙ্গে আবেদনের সময় মুক্তিযোদ্ধার সন্তান পরিচয় দেওয়ায় নিয়োগ বোর্ডে তাঁকে অপদস্থ করার কথা জানান তিনি।

অভিযোগকারী রোমানা ইয়াসমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ জিপিএ পেয়ে ২০০৯ সালে স্নাতক ও ২০১০ সালে স্নাতকোত্তর পাস করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ২০১২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বিভাগে প্রভাষকসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপিত পদে নিয়োগ না দিয়ে তাঁর পরবর্তী ব্যাচের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ৪ ডিসেম্বর আবার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি দুটি বিজ্ঞাপনে আবেদনকারীদের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়।

রোমানা বলেন, পরবর্তী ব্যাচে থাকা বিভাগের চেয়ারম্যান দেওয়ান আলী আহসানের ঘনিষ্ঠ ছাত্র হাসান ফারুককে নিয়োগ দেওয়ার জন্যই মূলত দুই বিজ্ঞাপনের প্রার্থীদের একত্রে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় আগের বিজ্ঞাপনে ওই প্রার্থী আবেদন করতে পারেননি।

রোমানা বলেন, হাসান ফারুকের স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার বিষয়টি এখনো আদালতে বিচারাধীন। ওই ব্যাচেরই ছাত্র মেহেদী হাসান উত্তরপত্র পুনর্মূল্যায়নের জন্য হাইকোর্টে রিট করেছেন। গত ৮ জানুয়ারি হুমকি দেওয়ায় হাসান ফারুকের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় সাধারণ ডায়েরি করেছেন মেহেদী।

বিভাগের চেয়ারম্যান দেওয়ান আলী আহসান এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

নিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সহ-উপাচার্য (শিক্ষা) নাসরিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'যাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তাঁরা যোগ্য প্রার্থী।'